শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | ৮ম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা	1
ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন	2
খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন	2
গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ	3
ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা	3
ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন	1
খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন	2
গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ	2
ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা	3
পরিশিষ্ট ১	4
শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)	4
পরিশিষ্ট ২	6
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট	6
পরিশিষ্ট ৩	16
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক	16
পরিশিষ্ট ৪	18
ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট	18
পরিশিষ্ট ৫	20
আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)	20

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২২ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আপনাকে সহায়তা দেয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সেসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৩। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✔ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে দিতে হবে তা দেয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) ভরাট করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।
- ✔ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি) শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ✔ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক (BI) এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়নের পদ্ধতি পরবর্তীতে শিক্ষকদের জানিয়ে দেয়া হবে।

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✔ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✔ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✔ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন—নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

২০২৪ সালে অষ্টম শ্রেণির শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (সপ্তম শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন শিখন কার্যক্রম দেখে দিতে হবে তা দেয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) ভরাট করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

- ✔ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি) শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ✔ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক (BI) এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়নের পদ্ধতি পরবর্তীতে শিক্ষকদের জানিয়ে দেয়া হবে।

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✔ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✔ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✔ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।

- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন—নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	PI ক্রম	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
৯৩.০৮.০১ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (ধর্মগ্রন্থের) নির্দেশনার আলোকে যেকোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।	১	৯৩.০৮.০১.০১	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তি সম্পর্কে জানে।	নিজ জীবনে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন।
	২	৯৩.০৮.০১.০২	যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে বৌদ্ধ ধর্মের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে ধর্মীয় নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে ধর্মীয় উৎস সম্পর্কে সচেতন।	যেকোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুসরণ করছে।
	৩	৯৩.০৮.০১.০৩	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখছে।	নিজের নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন।	দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নিজের নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে/প্রেক্ষাপটে নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখছে।
৯৩.০৮.০২ ধর্মীয় বিধি- বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।	৪	৯৩.০৮.০২.০১	বৌদ্ধ ধর্মের বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চা করছে।	বয়সোপযোগী ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন।	ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ/চর্চার চেষ্টা করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলো স্বঃপ্রণোদিত হয়ে নিজ জীবনে অনুসরণ ও চর্চা করছে।
	৫	৯৩.০৮.০২.০২	সৃষ্টি জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত	সামর্থ্য অনুযায়ী সৃষ্টি জগতের কল্যাণে	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সামর্থ্য অনুযায়ী	সৃষ্টি জগতের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী

			রাখছে।	নিজেকে সম্পৃক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	সৃষ্টি জগতের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।	স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণ করছে।
৯৩.০৮.০৩ ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।	৬	৯৩.০৮.০৩.০১	সম্প্রীতি বজায় রাখতে ভূমিকা রাখছে।	সকলের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সকলে মিলেমিশে থাকতে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
	৭	৯৩.০৮.০৩.০২	সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ভূমিকা রাখছে।	সকলকে সম্পৃক্ত করে উদ্যোগ গ্রহণের/কাজ করার চেষ্টা করছে।	সকলকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সকলের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ভূমিকা রাখছে।
	৮	৯৩.০৮.০৩.০৩	মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করছে।	মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।
	৯	৯৩.০৮.০৩.০৪	প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করছে।	প্রকৃতির কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

অষ্টম শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেয়া আছে। একটা বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরি যে, **শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান কতটা মুখস্থ করতে পারছে, শিক্ষক কখনই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণে করবেন না। বরং যেসব পারদর্শিতার সূচকের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান প্রাসঙ্গিক, সেখানে পাঠ্যবই বা অন্য যেকোনো নির্ভরযোগ্য রিসোর্স থেকে তথ্য নিয়ে কীভাবে সেই তথ্য ব্যবহার করছে তার ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ভর করবে।**

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কোন কাজ দেখে শিক্ষক তার অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার মাত্রার নিচে দেয়া আছে; এবং কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে এই ইনপুট দেবেন তাও ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ১ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : বুদ্ধের জীবনকথা**		**শ্রেণি : ৮ম**	**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম	
পারদর্শিতার সূচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৮.০১.০১ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তি সম্পর্কে জানে।	নিজ জীবনে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১ এর ভিডিও দেখে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তি সম্পর্কে জেনে করে প্রকাশ করেছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২ এ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে চর্চার উপায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে এবং তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫, ৬, ৭, ৮ এর অন্তত যেকোনো একটি কাজ সম্পূর্ণরুপে সঠিকভাবে করতে পারার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ২ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : বিনয় পিটক**		**শ্রেণি : ৮ম**		**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম
পারদর্শিতার সূচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	

৯৩.০৮.০১.০১ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তি সম্পর্কে জানে।	নিজ জীবনে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন।	অংশগ্রহণমূলক কাজ **১১, ১৩, ১৫, ১৬**
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ **১৩** এর কনসেপ্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে শিক্ষণীয় উপদেশ লেখার মাধ্যমে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রকাশ করছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ **১১** করার মাধ্যমে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে চর্চার উপায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ **১৬** করার মাধ্যমে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের উপায় বিশ্লেষণ করছে।	
৯৩.০৮.০১.০২ যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে বৌদ্ধ ধর্মের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে ধর্মীয় নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে ধর্মীয় উৎস সম্পর্কে সচেতন।	যেকোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ **১০, ১৪**
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	শ্রেণিকাজে শিক্ষকের নির্দেশনা মাঝে মাঝে মেনে চলেছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ **১০** এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে শিখন পরিবেশে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক নিয়ম মেনে চলছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ **১৪** করার মাধ্যমে ধর্মীয় নির্দেশনাগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করছে।	ধর্মীয় নির্দেশনার গুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেকোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে পারছে।	
৯৩.০৮.০১.০৩ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখছে।	নিজের নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন।	দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নিজের নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে/প্রেক্ষাপটে নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ **১৬**

	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৬ এর বিনয় পিটকের উপদেশ সম্পর্কিত পরিকল্পনা তৈরির অভিজ্ঞতা লিখিত মতামত প্রকাশ করার মাধ্যমে শিখন পরিবেশে নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৬ এর যেকোন দুইটি কাজ সম্পন্ন করে পারিবারিক/সামাজিক পরিবেশে নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৬ এর সব ধাপ লিখে প্রকাশ করার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৩ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : বন্দনা**		**শ্রেণি : ৮ম**	**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম	
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৮.০২.০১ ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চা করছে।	বয়সোপযোগী ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন।	ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ/চর্চার চেষ্টা করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলো স্বঃপ্রণোদিত হয়ে নিজ জীবনে অনুসরণ ও চর্চা করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৭, ২০,২১
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্যবই পড়া এবং অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৭ করার মধ্যমে ধর্মের বিধি বিধানগুলো জেনে অনুসরণ ও চর্চা করছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২০ করার মাধ্যমে ধর্মের বিধি বিধানগুলো ব্যাখ্যাসহ অনুসরণ ও চর্চা করছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২১ করার মাধ্যমে ধর্মের বিধি বিধানগুলো স্বঃপ্রণোদিত হয়ে নিজ জীবনে অনুসরণ ও চর্চা করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং : ৪ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : ধর্মীয় উৎসবঃ কঠিন চীবর দান**	**শ্রেণি : ৮ম**	**বিষয় :** বৌদ্ধধর্ম

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৯৩.০৮.০২.০১ ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চা করছে।	বয়সোপযোগী ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন।	ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ/চর্চার চেষ্টা করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলো স্বঃপ্রণোদিত হয়ে নিজ জীবনে অনুসরণ ও চর্চা করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৭, ২৮
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্যবই পড়ার মাধ্যমে এবং ধর্মের বিধি বিধানগুলো জেনে অনুসরণ ও চর্চা করছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৭ করার মাধ্যমে ধর্মের বিধি বিধানগুলো ব্যাখ্যাসহ অনুসরণ ও চর্চা করছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৮ করার মাধ্যমে ধর্মের বিধি বিধানগুলো স্বঃপ্রণোদিত হয়ে নিজ জীবনে অনুসরণ ও চর্চা করছে।	
৯৩.০৮.০২.০২ সৃষ্টি জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	সামর্থ্য অনুযায়ী সৃষ্টি জগতের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সামর্থ্য অনুযায়ী সৃষ্টি জগতের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।	সৃষ্টি জগতের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৮
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পাঠ্যবই পড়ার মাধ্যমে ধর্মীয় উৎসবঃ কঠিন চীবর দান এর বিধিবিধান চর্চার উপায়সমূহ জেনে সৃষ্টি জগতের কল্যাণকর উপায় প্রকাশ করছে।	পাঠ্যবই পড়ার মাধ্যমে কঠিন চীবর দানের নিয়মাবলি জেনে বিধিবিধান চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সৃষ্টি জগতের কল্যাণ করছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৮ করার মাধ্যমে ধর্মীয় বিধিবিধান চর্চা ও সৃষ্টি জগতের কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করে সৃষ্টি জগতের কল্যাণ করছে।	

<table>
<tr><td colspan="6">শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক</td></tr>
<tr><td colspan="2">অভিজ্ঞতা নং : ৫
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : সূত্র ও নীতিগাথা</td><td colspan="2">শ্রেণি : ৮ম</td><td colspan="2">বিষয় : বৌদ্ধধর্ম</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পারদর্শিতার সুচক (PI)</td><td colspan="3">পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা</td><td rowspan="2" colspan="2">যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন</td></tr>
<tr><td>□</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>৯৩.০৮.০৩.০১
সম্প্রীতি বজায় রাখতে ভূমিকা রাখছে।</td><td>সকলের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখছে।</td><td>দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।</td><td>সকলে মিলেমিশে থাকতে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।</td><td rowspan="3" colspan="2">অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩২, ৩৫, ৩৮</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td></td><td>পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩২, ৩৫, ৩৮, করার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করছে।</td><td>পাঠ্যবই পড়া ও শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে সূত্র ও নীতিগাথা সম্পর্কিত ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো চর্চার প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব বিশ্লেষণ করছে।</td><td>পাঠ্যবই পড়া ও শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে সূত্র ও নীতিগাথা সম্পর্কিত ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করছে।</td></tr>
<tr><td>৯৩.০৮.০৩.০২
সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ভূমিকা রাখছে।</td><td>সকলকে সম্পৃক্ত করে উদ্যোগ গ্রহণের/কাজ করার চেষ্টা করছে।</td><td>সকলকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।</td><td>সকলের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ভূমিকা রাখছে।</td><td rowspan="3" colspan="2">অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৬, ৩৭, ৩৮</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td></td><td>ধর্মপদ গ্রন্থের নৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে শিখন পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছে।</td><td>নিধিকন্ড সূত্রের নৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে পারিবারিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক</td><td>নিধিকন্ড সূত্রের নৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে পারিবারিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছে।</td></tr>
</table>

	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৮ করার মাধ্যমে শিখন পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছে।	কাজ ৩৬ করার মাধ্যমে শিখন পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছে।	পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৭ করার মাধ্যমে শিখন পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছে।	
৯৩.০৮.০৩.০৪ প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করছে।	প্রকৃতির কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৩, ৩৪, ৩৯, ৪০, ৪১
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে সহপাঠীর কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৩ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে ।	করণীয় মৈত্রী সূত্র ও নিধিকন্ড সূত্র পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে শিখন পরিবেশে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৪, করছে।	ধর্মপদের গাথা পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে যেকোনো পরিবেশে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩৯, ৪০, ৪১ এর অন্তত দুইটি সঠিকভাবে করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৬ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : জাতক, চরিতমালা ও উপাখ্যান		শ্রেণি : ৮ম	বিষয় : বৌদ্ধধর্ম	
পারদর্শিতার সুচক (PI)	পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৯৩.০৮.০৩.০১ সম্প্রীতি বজায় রাখতে ভূমিকা রাখছে।	সকলের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সকলে মিলেমিশে থাকতে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			

	শিক্ষার্থী চরিতমালা ও জাতক কাহিনীর মানবিক গুণাবলির ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করছে ও সকলের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৩, ৪৭ সঠিকভাবে করছে।	শিক্ষার্থী জাতক কাহিনীর শীলবান ব্যক্তির গুণাবলির ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো চর্চার প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব বিশ্লেষণ করছে ও দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। । পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৪, ৪৮ সঠিকভাবে করছে।	শিক্ষার্থী চরিতমালা ও জাতক কাহিনীর শীলবান ব্যক্তির গুণাবলি সম্পূর্ণ চিহ্নিত ও উল্লেখ করছে, শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করছে ও সকলে মিলেমিশে থাকতে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৫ ও ৪৬ এর যেকোন একটি সঠিকভাবে করছে।	
৯৩.০৮.০৩.০৩ মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করছে।	মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।	
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	মানবিক গুণ, সততা, সত্যবাদিতা, মিষ্টভাষিতা, দানশীলতা নেতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ক্ষমাশীলতা, পরোপকার, মৈত্রীভাব ইত্যাদি মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫২, ৫৫, ৫৮ এর যেকোন একটি সঠিকভাবে করছে।	মানবিক গুণ, সততা, সত্যবাদিতা, মিষ্টভাষিতা, দানশীলতা নেতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ক্ষমাশীলতা, পরোপকার, মৈত্রীভাব ইত্যাদি মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৩, ৫৬, ৫৯ এর যেকোন দুইটি সঠিকভাবে করছে।	মানবিক গুণ, সততা, সত্যবাদিতা, মিষ্টভাষিতা, দানশীলতা নেতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ক্ষমাশীলতা, পরোপকার, মৈত্রীভাব ইত্যাদি মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬০ সঠিকভাবে করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬০

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৭ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : বৌদ্ধধর্মে পরমতসহিসহিষ্ণুতা	শ্রেণি : ৮ম		বিষয় : বৌদ্ধধর্ম	
পারদর্শিতার সুচক (PI)	পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৯৩.০৮.০৩.০১ সম্প্রীতি বজায় রাখতে ভূমিকা রাখছে।	সকলের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সকলে মিলেমিশে থাকতে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬২, ৬৪, ৬৫
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	পরমতসহিষ্ণুতা কী, ও পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬২ সঠিকভাবে করছে ও সকলের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখছে।	পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা ও পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব সম্পর্কে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৪ সঠিকভাবে করছে ও দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা ও পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব সম্পর্কে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োগের ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৫ সঠিকভাবে করছে ও সকলে মিলেমিশে থাকতে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	
৯৩.০৮.০৩.০২ সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ভূমিকা রাখছে।	সকলকে সম্পৃক্ত করে উদ্যোগ গ্রহণের/কাজ করার চেষ্টা করছে।	সকলকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সকলের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ভূমিকা রাখছে।	অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬১, ৬৩,

	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			৬৪, ৬৬
	পরমতসহিষ্ণুতার মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে শিখন পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬১ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে সকলকে সম্পৃক্ত করে কাজ করার চেষ্টা করছে।	পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব উপলব্ধি মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে পারিবারিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছে। পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৩ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে সকলকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা ও পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্বের মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছে। অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৪ ও ৬৬ সঠিকভাবে করছে।	

পরিশিষ্ট ৩

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ফাঁকা ছক পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ প্রতি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ:

'স্বঅভিজ্ঞতা প্রতিবেদন' শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে দুইটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো ৮.২.১ ও ৮.২.২ (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)। শিক্ষক উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার টপশিটের সাথে পরের পৃষ্ঠায় দেয়া ছকটি পূরণ করে ব্যবহার করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম					শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণিঃ	৮ম	বিষয়	বৌদ্ধধর্ম	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর
অভিজ্ঞতার শিরোনাম :	**স্বঅভিজ্ঞতা প্রতিবেদন**				

		প্রযোজ্য PI নং						
রোল নং	নাম	৮.২.১,	৮.২.২					
০১	সব্যসাচী চাকমা	□●△	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০২	জ্যোতির্ময় বড়ুয়া	□●△	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৩	সুনীতি বড়ুয়া	□○▲	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৪	অসীম রায়	■○△	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৫	সুকুমার বড়ুয়া	□○▲	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৬	আনুচিং মগিনি	□○▲	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :		বিষয় :	বৌদ্ধধর্ম	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :					

		প্রযোজ্য PI নং			
রোল নং	নাম				
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম :			
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : ৮ম	বিষয় : বৌদ্ধধর্ম	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা			
পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৮.১.১ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	□	○	△
	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তি সম্পর্কে জানে।	নিজ জীবনে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন।	ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন।
৮.১.২ যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে বৌদ্ধ ধর্মের নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	□	○	△
	নিজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে ধর্মীয় নির্দেশনা জানার চেষ্টা করছে।	যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে ধর্মীয় উৎস সম্পর্কে সচেতন।	যেকোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করতে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুসরণ করছে।
৮.১.৩ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখছে।	□	○	△
	নিজের নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন।	দৈনন্দিন কর্মকান্ডে নিজের নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে চেষ্টা করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে/প্রেক্ষাপটে নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখছে।
৮.২.১ বৌদ্ধ ধর্মের বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চা করছে।	□	○	△
	বয়সোপযোগী ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন।	ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ/চর্চার চেষ্টা করছে।	ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলো স্বঃপ্রণোদিত হয়ে নিজ জীবনে অনুসরণ ও চর্চা করছে।
৮.২.২ সৃষ্টি জগতের	□	○	△

কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	সামর্থ্য অনুযায়ী সৃষ্টি জগতের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সামর্থ্য অনুযায়ী সৃষ্টি জগতের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।	সৃষ্টি জগতের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণ করছে।
৮.৩.১ সম্প্রীতি বজায় রাখতে ভূমিকা রাখছে। সম্পৃক্ত করছে।	□	○	△
	সকলের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখছে।	দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সকলে মিলেমিশে থাকতে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
৮.৩.২ সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ভূমিকা রাখছে।	□	○	△
	সকলকে সম্পৃক্ত করে উদ্যোগ গ্রহণের/কাজ করার চেষ্টা করছে।	সকলকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।	সকলের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ভূমিকা রাখছে।
৮.৩.৩ মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	□	○	△
	মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করছে।	মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।
৮.৩.৪ প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।	□	○	△
	প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করছে।	নিজ পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির কল্যাণে সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করছে।	প্রকৃতির কল্যাণে সেবামূলক কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করছে।

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

এখানে আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া হলো। বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশক অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে।

আচরণিক নির্দেশক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে

৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে
৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ